BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International Journal)

DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/03040032

Available Online: www.bijmrd.com|BIJMRD Volume: 3| Issue: 04| April 2025| e-ISSN: 2584-1890

শিশুর সামগ্রিক বিকাশে বিদ্যালয়ের ভূমিকা

বৈশাখী সাহা

পূর্ব বর্ধমান

সারসংক্ষেপ:

"বিদ্যালয় হল সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ" — এই কথাটি বলেছেন বিখ্যাত আমেরিকান দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ জন ডিউই। তিনি বিশ্বাস করতেন যে বিদ্যালয় হলো সমাজের একটি ছোট প্রতিচ্ছবি, যেখানে শিক্ষার্থীরা বৃহত্তর সমাজের জন্য প্রয়োজনীয় জীবন দক্ষতা, সামাজিক রীতিনীতি এবং মূল্যবোধ শেখে। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় জীবনকে সুন্দর ও অর্থবহ করে তোলার জন্য শিশুর সামগ্রিক বিকাশের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শিশুর বৌদ্ধিক বিকাশের জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত বিদ্যালয় পরিকাঠামো, উপযুক্ত শিক্ষক, উপযুক্ত গ্রন্থাগার। শিশুর যথাযথ শারীরিক বিকাশ এর জন্য বিদ্যালয়ের চারপাশের পরিবেশ সুস্থকর ও স্বাস্থ্যকর হওয়া প্রয়োজন।

মূল শব্দ: *বিদ্যালয়, শিক্ষক, মূল্যবোধ, জ্ঞান, দক্ষতা, চিন্তন ক্ষমতা, শিক্ষণ কৌশল।*

ভূমিকা:

"বিদ্যালয় হল সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ" — এই কথাটি বলেছেন বিখ্যাত আমেরিকান দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ জন ডিউই। তিনি বিশ্বাস করতেন যে বিদ্যালয় হলো সমাজের একটি ছোট প্রতিচ্ছবি, যেখানে শিক্ষার্থীরা বৃহত্তর সমাজের জন্য প্রয়োজনীয় জীবন দক্ষতা, সামাজিক রীতিনীতি এবং মূল্যবোধ শেখে। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় জীবনকে সুন্দর ও অর্থবহ করে তোলার জন্য শিশুর সামগ্রিক বিকাশের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। একটি সুন্দর জীবনের জন্য পড়াশোনার পাশাপাশি সমানভাবে প্রয়োজন নীতিবোধ, মূল্যবোধ, নিজের ও চারপাশের প্রতি সচেতনতা, সহানুভূতি, সমবেদনা। সব মিলিয়েই শিশুর সার্বিক বিকাশ ঘটে।শিশুর সামগ্রিক বিকাশ হলো তার বৌদ্ধিক, শারীরিক, নৈতিক, মানসিক, সামাজিক, ভাষার ও নান্দনিক বিকাশ। যেমন উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় মালা গাঁথার সময়ময় পুতি, সুতো পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে রং, আকার, আকৃতি সম্পর্কে ধারণা হয় (বৌদ্ধিক বিকাশ) পুতি, মালা গাঁথা, সুতো, রঙের নাম (ভাষার বিকাশ) জানা হয়। মালা গাঁথার সময় চোখ ও হাতের সংযোগ ও সঞ্চালন হয় (শারীরিক বিকাশ),মালা সৃষ্টির মধ্যে সৃজনশীলতা, সৌন্দর্য প্রকাশ পায় (নান্দনিক বিকাশ) ইত্যাদি এতো প্রকার ঘটনা একই সঙ্গে ঘটে থাকে।

বৌদ্ধিক বিকাশ:

শিশুর বৌদ্ধিক বিকাশের জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত বিদ্যালয় পরিকাঠামো, উপযুক্ত শিক্ষক, উপযুক্ত গ্রন্থাগার। আলো-বাতাসপূর্ণ বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষ, বসবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা, চক, ব্ল্যাকবোর্ড (বর্তমানে হোয়াইটবোর্ড বা গ্রীনবোর্ড ও মার্কার পেন), উপযুক্ত সংখ্যক শৌচাগার, উপযুক্ত সংখ্যক চেয়ার, টেবিল, ফ্যান ইত্যাদি শিক্ষাসহায়ক উপকরণ, প্রয়োজনীয় সংখ্যক বই-সহ গ্রন্থাগার, প্রয়োজনীয় সংখ্যক ল্যাবরেটরি ইত্যাদি।

বিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক থাকবেন। শিক্ষক উপযুক্ত শিক্ষণ পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় শিক্ষাসহায়ক উপকরণ ব্যবহার করে পাঠদান করবেন। বিদ্যালয় প্রশাসন এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সময় তালিকা তৈরি করবেন এবং সেই অনুযায়ী শিক্ষকরা যথাযথ ক্লাস নিচ্ছেন কি না সে ব্যাপারে পর্যবেক্ষণ করবেন।

Jean Piaget প্রজ্ঞা মূলক বিকাশের চারটি স্তরের কথা বলেছেন --সংবেদনচালক মূলক স্তর (০-২ বছর)-এই স্তরে শিশুরা তাদের ইন্দ্রিয় ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে পরিবেশ সম্পর্কে শেখে।

প্রাক সক্রিয়তার স্তর (২-৭ বছর)-এই পর্যায়ে শিশুরা প্রতীকী ভাষা ব্যবহার করতে শুরু করে এবং তাদের চিন্তা কিছুটা আত্মকেন্দ্রিক হয়।

মূর্ত সক্রিয়তার স্তর (৭-১১ বছর)-শিশুরা বস্তু বা ঘটনার ধারণা বুঝতে পারে এবং যুক্তিসঙ্গতভাবে চিন্তা করতে পারে, তবে বিমূর্ত ধারণা নিয়ে ভাবতে পারে না। যৌক্তিক সক্রিয়তার স্তর(১১-১৮ বছর)-এই স্তরে শিশুরা বিমূর্ত চিন্তা করতে সক্ষম হয় এবং বিভিন্ন সম্ভাবনা নিয়ে ভাবতে পারে।

শারীরিক বিকাশ:

শিশুর যথাযথ শারীরিক বিকাশ এর জন্য বিদ্যালয়ের চারপাশের পরিবেশ সুস্থকর ও স্বাস্থ্যকর হওয়া প্রয়োজন। বিদ্যালয়ে শিশুদের অঙ্গসঞ্চালনমূলক ও সক্রিয়তাভিত্তিক কাজে অংশগ্রহণ করাতে হবে।শিশুর যথাযথ শারীরিক বিকাশের জন্য পুষ্টিকর খাবার প্রয়োজন। খেলাধুলা ও শারীরিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নেতৃত্বের গুণাবলি এবং ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে। শারীরিক বিকাশ দুটি ভাগে বিভক্ত—

১. স্থূল বা মোটরের বিকাশ (Gross Motor Development): এই বিকাশ শিশুদের বড় পেশী নিয়ন্ত্রণ করতে এবং শরীরের বড় অংশগুলো ব্যবহার করে কাজ করতে সাহায্য করে। যেমন- লাফানো, দৌড়ানো। বিদ্যালয়ে বার্ষিক প্রতিযোগিতা র মাধ্যমে শিশুদের স্থূল বা মোটরের বিকাশ হয়।

২. সূক্ষ্ম মোটর বিকাশ (Fine Motor Development): এই বিকাশ শিশুদের ছোটো পেশী নিয়ন্ত্রণ করতে ও শিশুদের সূক্ষ্ম ও সুনির্দিষ্ট কাজগুলো করতে সক্ষম করে তোলে। যেমন-পেন্সিল ধরা, কাঁচি ব্যবহার করা বা চামচ দিয়ে খাওয়া। হাতে কলমে কাজের মাধ্যমে শিশুদের এই দক্ষতা কে উন্নত করা হয়।

শারীরিক বিকাশে ব্রতচারীর গুরুত্ব:

শিশুর শারীরিক বিকাশে ব্রতচারীর গুরত্ব রয়েছে।ব্রতচারীর ছড়া, গান এবং নাচের মধ্য দিয়ে শিশুরা এক ধরনের ছন্দময় শারীরিক অনুশীলন করে, যা তাদের শরীরকে সুস্থ ও সবল রাখে। এটি তাদের শারীরিক বিকাশে সহায়তা করে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। উদাহরণ স্বরূপ— “চল কোদাল চালাই...” / “ছুটবো খেলবো হাসবো....”।

নৈতিক বিকাশ:

ব্যক্তি ও সমাজের কল্যানার্থে প্রত্যাশিত আচরণবলি অনুসরণ করাই হল নীতিবোধের পরিচয়। যেমন- শিক্ষক হিসাবে আমরা প্রত্যাশা করি ছাত্ররা সৎ, সত্যবাদী, দয়ালু, জ্ঞানী, ন্যায়পরায়ণ, সাহসী প্রভৃতি গুণাবলির অধিকারী হবে। নৈতিক বিকাশে বিদ্যালয়ের গুরুত্ব অপরিসীম।বিদ্যালয় সততা, সহানুভূতি, ন্যায়বিচার, সম্মান এবং দায়িত্বের মতো নৈতিক মূল্যবোধ সম্পর্কে জ্ঞান প্রদান করে। শিক্ষকরা নৈতিক উদাহরণ হিসেবে কাজ করেন, এবং স্কুল বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সহানুভূতি, সম্মান এবং দায়িত্ববোধের মতো মূল্যবোধ গড়ে তুলতে সাহায্য করে। পাঠ্যক্রমের পাশাপাশি সহ-শিক্ষামূলক কার্যক্রম যেমন খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও এর গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

কোহেলবার্গ এর মত অনুযায়ী নৈতিক বিকাশের ৩ টি উপাদান--১. জ্ঞানমূলক বিকাশ ২. জ্ঞানমূলক দ্বন্দ্ব এবং ৩. ভূমিকা গ্রহন করার ক্ষমতা।জ্ঞানমূলক বিকাশ জ্ঞানমূলক দ্বন্দ্বের কারণ হয় আর এই দ্বন্দ্বের অবসান ঘটানোর জন্য ব্যক্তির ভূমিকা গ্রহণের প্রয়োজন হয়। এছাড়াও এল কোহেলবার্গ (১৯২৭-৮৭) নৈতিক বিকাশের তিনটি পর্যায় এর কথা উল্লেখ করেছেন।যথা-

১. প্রাকপ্রথাগত পর্যায় (Pre-Conventional Stage) (৪-১০ বছর): এই স্তরে, নৈতিকতা মূলত শাস্তি ও পুরস্কারের ওপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হয়। ব্যক্তি নিজের ব্যক্তিগত সুবিধার কথা চিন্তা করে।এর অধীনে দুটি পর্যায় রয়েছে:

* শাস্তি ও আনুগত্য (Obedience and Punishment)

* ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং বিনিময় (Self-Interest and Exchange)

২. প্রথাগত পর্যায় (Conventional Stage) ১০-১৩ বছর: এই স্তরে, নৈতিকতা সামাজিক নিয়ম ও প্রত্যাশার উপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হয়। এর অধীনে দুটি পর্যায় রয়েছে:

* "ভালো ছেলে/ভালো মেয়ে" (Good Boy/Good Girl)

* আইন ও শৃঙ্খলা (Law and Order)

৩. উত্তর-প্রথাগত পর্যায় (Post - Conventional Stage)১৩ বছর এবং তার বেশি: এই স্তরে, নৈতিকতা বিমূর্ত নীতি ও ব্যক্তিগত নৈতিকতার উপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হয়। এর অধীনে দুটি পর্যায় রয়েছে:

* সামাজিক চুক্তি (Social Contract)

* সর্বজনীন নৈতিক নীতি (Universal Ethical Principles)

মানসিক বিকাশ:

বিদ্যালয় শিশুর মানসিক বিকাশে একটি অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে।বিদ্যালয় শিশুদের সহপাঠী ও শিক্ষকদের সাথে মিথস্ক্রিয়া করার সুযোগ করে দেয়। এভাবে শিশুর সামাজিক ও আবেগিক দক্ষতা বৃদ্ধি পায় যা তাদের মানসিক বিকাশে সাহায্য করে। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় শিশুরা সক্রিয়ভিত্তিক পদ্ধতি (Active Learning Method)এর মাধ্যমে আনন্দের সঙ্গে শেখে যা তাদের মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে। ভয় দেখানো, শারীরিক বা মানসিক শাস্তি না দিয়ে ধৈর্য ধরে এবং ভালোবাসার মাধ্যমে শিশুকে সঠিক পথে পরিচালিত করা উচিত। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন কার্যকলাপ যেমন— দলগত আলোচনা, পরীক্ষা-

নিরীক্ষা, সমস্যা সমাধান, খেলাধুলা ও অন্যান্য হাতে-কলমে কাজের মাধ্যমে শেখে। একটি নিরাপদ এবং ভালোবাসার পরিবেশে বেড়ে ওঠা শিশুর মানসিক বিকাশের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

সামাজিক বিকাশ:

শিশুর বিভিন্ন ধরনের বিকাশের মধ্যে সামাজিক বিকাশ একটি। মানুষ সামাজিক জীব। তাই শিশুদের সমাজবদ্ধ ভাবে বসবাসের জন্যে সামাজিক বিকাশ জরুরী। বিদ্যালয় একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। বলা যেতে পারে বিদ্যালয় ও সমাজ একটি অন্যটির পরিপূরক।এখানে বিদ্যালয় একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে, শিশুদের ব্যক্তিসত্তার সুষম বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে, এবং রেখেই চলেছে। বিদ্যালয়ের উৎপত্তি মূলত শিশুর সার্বিক ও সামাজিক বিকাশ সাধনের উদ্দেশ্যে। এখানে কেবল পুরানো তথ্য, উপাত্ত, অভীজ্ঞতা, মুখস্থ করে শেখানো নয়; বরং সুন্দর, সুশৃঙ্খল জাতিগঠন ও দেশের উন্নয়ন পরিচালনা করতে, সমাজ কর্তৃক এই বিদ্যালয় সৃষ্টি।আমাদের শিক্ষায় নির্ধারিত শিক্ষাক্রমে সামাজিক বিকাশের বিষয়বস্তু আছে। তা ঘরে বসে, কারো থেকে জেনে বা বই পড়ে যতটুকু সমাজের তাত্ত্বিক জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব, তার চেয়ে বেশী, বিদ্যালয়ে নিয়মিত আসা যাওয়া করে প্রায়োগিক জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব। কারণ বিদ্যালয়ের ভিতর অবস্থান করে বিভিন্ন প্রকৃতির শিশু দলীয় কাজের মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহন, কিংবা বিদ্যালয়ের বাইরে অবস্থান করে খেলাধুলা, সহপাঠ ক্রমিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ইত্যাদির মাধ্যমে আরো বেশী ব্যবহারিক সামাজিক জ্ঞান অর্জিত হয়। তাই শিশুকে বিদ্যালয়ে প্রেরণের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে সামাজিক বিকাশ ঘটে, যা বেশীর ভাগ সময় ঘটে থাকে নিজেদের অজান্তে।বিদ্যালয় শিশুদের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ, নিয়মানুবর্তিতা, শ্রদ্ধাবোধ, সহযোগিতা এবং পারস্পরিক ভালোবাসা ইত্যাদি সামাজিক আদর্শ গড়ে তোলে।

* সামাজিক বিকাশে ভাইগটস্কির তত্ত্ব অনুযায়ী, তিনি মনে করতেন, শিশুর বিকাশ একটি নির্দিষ্ট সংস্কৃতির মধ্যে ঘটে, যা তাদের শেখার পদ্ধতিকে প্রভাবিত করে।

উদাহরণ: শিশুরা সামাজিক মিথস্ক্রিয়া এবং সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের মাধ্যমে জ্ঞানীয়ভাবে বিকাশ লাভ করে। তার মতে, ভাষা ও সামাজিক যোগাযোগ শিশুর চিন্তাভাবনা, স্মৃতি এবং যুক্তি বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

এই তত্ত্বের মূল উপাদানগুলো হলো সামাজিক মিথস্ক্রিয়া, "আরও জ্ঞানী ব্যক্তি" (More Knowledgeable Other - MKO) এবং "নিকটবর্তী বিকাশের ক্ষেত্র" (Zone of Proximal Development - ZPD)। ভাইগটস্কি ভাষার মাধ্যমে সামাজিক মিথস্ক্রিয়া এবং চিন্তাভাবনার বিকাশের উপর জোর দেন। ভাষা কেবল যোগাযোগের মাধ্যমই নয়, এটি চিন্তাভাবনার একটি শক্তিশালী হাতিয়ারও।

ভাষার বিকাশ:

ভাষার বিকাশ হলো একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া যা জন্ম থেকেই শুরু হয় এবং পরিবার, পরিবেশ ও যোগাযোগের মাধ্যমে ধীরে ধীরে বিকশিত হয়। এর মধ্যে বিভিন্ন পর্যায় অন্তর্ভুক্ত, যেমন - শব্দ ও বকবক করার পর্যায়, একটি শব্দ দিয়ে কথা বলা, এবং পরে বাক্য গঠন ও জটিল যোগাযোগে দক্ষতা অর্জন। বিদ্যালয় ভাষার মাধ্যমে শিশুদের সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। সহপাঠীদের সাথে মিথস্ক্রিয়া শিশুদের স্বাভাবিক পরিবেশে তাদের ভাষা অনুশীলন করতে এবং নিজেদের প্রকাশ করতে শেখায়। এটি তাদের অন্যদের বুঝতে এবং সম্পর্ক তৈরি করতে সহায়তা করে।

নান্দনিকতার বিকাশ:

নান্দনিক বিকাশ মানুষের সৃজনশীলতা, অনুভূতি এবং সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনার বিকাশ ঘটায়।এটি কেবল শিল্প ও সৌন্দর্যের প্রতি ভালোবাসাই জাগায় না, বরং জ্ঞানীয়, সাংস্কৃতিক এবং আবেগিক বিকাশেও অবদান রাখে। সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশে নান্দনিকতার গুরুত্ব অপরিসীম এবং এটি নৈতিকতা সমৃদ্ধ সমাজ গঠনে সহায়তা করে। বিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের চারপাশের জগৎকে আরও ভালোভাবে বুঝতে সাহায্য করে এবং বিভিন্ন শৈল্পিক অভিব্যক্তির (যেমন— সঙ্গীত, নৃত্য, নাটক) প্রতি তাদের উপলব্ধি বাড়ায়। বিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের মধ্যে সৌন্দর্যবোধ তৈরি করে, তাদের শিল্পকলা ও সৃজনশীলতার প্রতি আগ্রহী করে তোলে, এবং নৈতিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ বিকাশে সাহায্য করে।

তথ্যসূত্র:

1. Government of India, Ministry of Education (2020). National Education Policy 2020. New Delhi.
2. NCERT (2021). Teacher Education and Professional Development under NEP 2020.
3. UNESCO (2022). Reimagining Education: Teachers at the Heart of Transformation.

Citation: সাহা. বৈ., (2025) "শিশুর সামগ্রিক বিকাশে বিদ্যালয়ের ভূমিকা", *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-3, Issue-04, April-2025.